বন্ধু

[অনুগল্প]

পারমিতা চৌধুরী

-আচ্ছা জড়তার প্রতিশব্দ কি?
জড়তা মানে, হেসিটেশন?
- হ্যাঁ, কিন্তু আমি বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজছি। আড়ষ্ট হয়ে থাকা, আড়ষ্টতা টাইনের?
- সাবাশ, থ্যাংকস রে।
ও নিজ মেনশন নট...
আচ্ছা জড়তার বিপরীত শব্দ কি?
- সেটাতো জানা নেই, ডিকশনারি তে দেখতে হবে।

স্কুলের পরে, রোজকার মতন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরেছে দুজনে, একই পাড়ায় দুই মাথায় দুজনের বাড়ি, আর এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়াশুনা। জ্ঞান হওয়ার সময় থেকে দুজনে হরিহর আত্মা। এতদিন হয় বাবা না হয় মা সাথে গেলেও, এবছর ক্লাস সিক্সে ওঠাতে দু বাড়ি থেকে অনুমতি এসেছে 'নিজেরা স্কুলে যাও, তবে সাবধানে, আর অবশ্যই একসাথে যাবে আসবে।' হেঁটে মিনিট দশেকের পথ, আর এই যাওয়া আসার কুড়ি মিনিট সারাদিনের সবচেয়ে প্রিয় সময় দু'বন্ধুর।

দুই বন্ধু মিলে সারাদিন কত কথা চলে, সব কথার কোনো প্রসঙ্গ ও থাকে না। আজ যেমন একজনের বাংলা পত্রিকা পড়তে পড়তে হটাৎ জড়তা শব্দটা চোখে পড়লো। দুজনেই ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র, তবু নিজের ভাষার গল্প পত্রিকা না পড়লে কি ভালো লাগে?

এই তো সেদিন, শনিবারে, স্কুলের হাফ ডে। দুপুরের পরে তাই সেন্ট্রাল লাইব্রেরী গেলো দুজনে। একজন ক্ষুদিরাম আর আর আরেকজন বিনয় বাদল দিনেশের জীবনী নিয়ে বসলো। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে, কে কি পড়েছে তার সারাংশ অপরজনকে বলতে বলতে এলো দুজন।

একসাথে সবকিছু নিয়ে আড্ডা, নতুন জিনিসের অনুধাবন করার মজাটাই আলাদা। সে পাড়ার মোড়ের ঝাল চানাচুর হোক, কিংবা স্যারের বাড়ির বকুনি, কোনটার স্বাদই যেনো বন্ধুকে ছাড়া পুরন হয় না। ভালো খবর কি খারাপ খবর, সবার আগে বন্ধুর সাথে ভাগাভাগি করা চাই।

আজকের বিকেলটা অন্যরকম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুজনেই লক্ষ্য করলো, আজ বাতাসে কেমন একটা শীতলতা, সত্যি তো, বর্ষা পেরিয়ে শরৎ আসছে। হটাৎ একজনে বলে উঠলো, মাঠের ধারে যাবি? বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মা বকবে জেনেও দুজনে আচমকা এমন একটা পরিকল্পনায় মজলো, 'চল যাই।' যেটা ভেবেছিলো ঠিক তাই, সারি সারি কাশে ভরে গেছে মাঠের দুই ধার। মাঠ পেরিয়ে ঝিল, ঐখানে আকাশটা বছরের এইসময়ে অস্বাভাবিক সুন্দর দেখায়। দুজনের প্রিয় জায়গা, পুজোর ছুটিতে যখন স্কুলে দেখা হয় না, এখানে এসে দুজনে সময় কাটায়। গরমে এখানে বসা কষ্ট, শীতে খোলা মাঠের কুয়াশা সাথে ঝিল থেকে ভেসে আসা হিমেল হাওয়া গায়ে বরফের ন্যায় ঠেকে। তাই এই জায়গার সর্বোচ্চ আকর্ষণের সময় এখনই।

নানা কথা বলতে বলতে আরো একটু এগিয়ে যায়, বর্ষার রেশ আছে এখনো, কয়েকটা জায়গা পিছল। হটাৎ পা পিছলে যাওয়ার উপক্রম হতেই একে ওপরের হাত ধরে সামলে নেয়, তবে এবার আর কেউ কাউকে থ্যাংকস বলে না। শুধু হাসে। ভাবটা এমন, এভাবেই সারাজীবন সকল ওঠা নামায় একসাথে থাকা

চাই। অনেকক্ষন দুজনে চুপচাপ সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে বাড়ি ফেরার পথে আবারও কথার খই ফুটে।

বলছি, মাকে বলিস না আবার কি? ওখানে যে গেছি, সেকথা? আচ্ছা ভাই তুই শুধু শুধু আন্টির কাছে কথা লুকোতে যাস কেনো বলতো? সেই তো দরে ধরা পড়ে যাবি, তবুও মিথ্যে বলবি...

আরে না, ওখানে যাওয়ার কথা তো বলবো, দেখ এত দেরিতে ঘরে গিয়ে যদি বলি অন্য কোথাও যাইনি, মা কি বিশ্বাস করবে? ঠিকই ধরে ফেলবে। তাছাড়া, পায়ে দেখ, কতগুলো চোরকাঁটা..

আরে ঠিকই তো, খেয়াল করিনি এতক্ষণ, ইস, জানিস বাবা কাল মাত্র আয়রন করিয়ে এনেছে প্যান্টটা, আমি মরেছি আজকে।

যাওয়ার আইডিয়াটা তোর ছিল

কিন্তু পড়ার উপক্রম তুই করেছিলি

- এটাই, এটাই মাকে বলিস না, আমি যে একটু হলে পরে ব্যথা পেতাম এটা মা জানলে আর রক্ষে নেই আমার।

- ওকে, ডান, কিন্তু এই, এই চোরকাঁটা গুলো কিভাবে ছাড়াই বল তো... ওমা কিরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিস আবার।

- একটা কথা, বলবো?

- জিজ্ঞেস করার কি আছে, বল

- আমি না জড়তার একটা বিপরীত শব্দ খুঁজে পেয়েছি।

- ওমা তাই? কি রে?

- বন্ধু।